গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dam.gov.bd

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০০২.১৮.০৩৮.১২-২৭০ তারিখঃ ৩০/০৪/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধান মুলক প্রতিবেদন প্রস্তুত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৯/০৩/২০১৭ তারিখে ১৬৫ সংখ্যক স্মারকে গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য পত্র জারি করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দাখিলকৃত উক্ত প্রতিবেদন পর্যলোচনা করে দেখা যায় অধিদপ্তরের একজন নবাগত তরুন কর্মকর্তাকে দিয়ে একটি অসম্পূর্ণ অন্তঃসারশুন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে তথ্য বিন্যাসসহ ভাষাগত দূর্বলতার কারণে উর্ধ্বতন যে কোন পর্যায়ে তা উপস্থাপনযোগ্য নয়। এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি।

বর্ণিতাবস্থায়, গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধানমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্পন্ন প্রতিবেদন নিজ উদ্যোগে প্রস্তুত পূর্বক পুনঃরায় দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এস, এম, সাঈদ হাসান)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫

জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী
প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ঢাকা।

গরুর মাংস প্রানিজ আমিষ। মানব দেহের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য গরুর মাংসের গুরত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় প্রায় ৮০% ভাগ মানুষ গরুর মাংস আহার করে। তা ছাড়া গরুর মাংস অন্যান্য মাংসের চেয়ে সুস্বাদুও বটে। তাই গরুর মাংসের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রানি সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে গরুর মাংসের বাৎসরিক মোট চাহিদা ৭১.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মোট উৎপাদন ৬২.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে আমদানী করে ঘাটতি পূরন করা হয়। তাই গরুর মাংসের মূল্য রফতানীকৃত দেশের রপ্তানী শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। বিগত প্রায় দুই বছর যাবৎ গরুর মাংসের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তাগন সহনীয় মূল্যে গরুর মাংস ক্রয় করতে পারছেন না।ফলে ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন।তাই গরুর গোস্তের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়

জানুয়ারী /২০১৫ হতে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়) নিম্নে দেখানো হলোঃ

জানুয়ারী /২০১৫ হতে ডিসেম্বর২০১৫ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

পণ্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
গরুর মাংস	২৮৭	৩০০	৩১৭	৩৩৫	৩৪৬	৩৫২	৩৫৭	৩৬১	৩৬৪	৩৬৮	৩৬৮	৩৬৬

জানুয়ারী /২০১৬ হতে ডিসেম্বর২০১৬ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

পণ্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
গরুর মাংস	৩৭২	৩৭৫	৩৮৭	৩৯৬	৪০৩	৪০৯	৪১৪	৪১৬	৪১৫	৪১৫	৪১৪	৪১৫

জানুয়ারী /২০১৭ হতে এপ্রিল২০১৭ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

পণ্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল
গরুর মাংস	৪১৯	৪১৯	৪৫৩	৪৭০

গরুর মাংসের মূল্য বৃদ্ধির কারনসমূহঃ

১। দেশীয় গরু চাষীদের উৎপাদন ব্যয় বেশী- যেমন-খড়,খৈল,ভূষি, ধানের কুড়া,ভূট্টা, সয়াবিন মিল, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ঔষধ ইত্যাদির মূল্য বেশী।

২। এক সময় গরুর মাংস বিক্রেতারা মাথা ও চামড়াকে মুনাফা হিসাবে বিবেচনা করতেন।ব্যবসায়ীর বিপণন ব্যয়সহ গরুর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী প্রতিকেজি মাংসের মূল্য নির্ধারণ করে বাজারে বিক্রি করত। বর্তমানে চামড়ার রফতানী কমে যাওয়ায় এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। প্রতিটি চামড়ার বাজার মূল্য ১৫০০-৫০০০/- টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে১০০০-২০০০/- টাকা হয়েছে।ফলে চামড়া থেকে ব্যবসায়ী যে মুনাফা করত তা এখন মাংসের ওপর প্রভাব পড়েছে।ফলে মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার পরিবহণ,খাজনা,দোকান ভাড়া ইত্যাদি অর্থাৎ বিপণন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মাংসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। পূর্বে সীমান্তের বিভিন্ন স্পট দিয়ে বৈধ ও অবৈধভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী গরু আমদানী হত। ফলে বাজারে কম মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি হত। বর্তমানে একটি মাত্র স্পট দিয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নির্ধরিত ৫০০/- টাকা ফি ছাড়াও গরু প্রতি অতিরিক্ত ২৫০০০-৩০০০০/-টাকা ব্যয় করে গরু আমদানী করা হচ্ছে। ফলে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গরুর মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

গরুর মাংসের মূল্য হ্রাসের সুপারিশঃ

১। গরুর খাবার,ঔষধের মূল্য পরিবহন,হাটের খাজনা,দোকান ভাড়া ইত্যাদি কমাতে হবে।
২। বিশেষ করে গরু প্রতি ২৫০০০/-৩০০০০/-টাকা অদৃশ্যমান ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
৩। সরকারের নির্ধারিত ফি ৫০০ টাকা প্রদান সাপেক্ষে চাহিদা অনুযায়ী গরু আমদানীর ব্যবস্থা করতে হবে।
৪। সরকার প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে নূন্যতম এক বছর গরুর খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। প্রক্রিয়াজাত চামড়ার রফতানী বৃদ্ধি করা যাতে করে চামড়ার দাম বৃদ্ধি পাবে এবং গোস্তের দাম হ্রাস পাবে।
৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ২ বছরে পরিপক্ক হয় (বাজিলের বুল ষাড়) এবং প্রচুর মাংস পাওয়া যায় (বেলজিয়ামের ব্লু বা নীল গরু যার গড় মাংস উৎপাদন প্রায় ৮০০ কেজি) এমন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক নজরে গরুর মাংসের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণঃ

প্রক্ষেপণ	মে/১৭ মাসের ১ম পাক্ষিকের গড় বাজার দর
উৎপাদন ব্যয় ৪৬৩ টাকা।	
উৎপাদন পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৪৮৬-৪৯৫ টাকা (৫%-৭% লভ্যাংশ সহ) (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	৪৫০.০০
পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৫০১-৫২০ টাকা (৩%-৫% লভ্যাংশসহ) (ক্রয় মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৪৬৫.০০
খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ৫১১-৫৫১ টাকা (৪%-৬%লভ্যাংশসহ) (ক্রয় মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৪৮০.০০

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় দেখা যায় যে , গরু চাষীর উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ৪৬৩ টাকা ,চাষী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ৪৮৬/- - ৪৯৫/-টাকা। এপ্রিল/১৭ মাসে চাষী পর্যায়ে গরুর মাংসের গড় বাজার মূল্য প্রতি কেজি ৪৫০/-টাকা যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৮.২৬% কম।আবার পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ৫০০/- -৫২০/-টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করছে ৪৬৫/-টাকা যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৮.৮২% কম।খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ৫২০/- -৫৫০/-টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করছে ৪৮০/-টাকা যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ১০.২৮% কম। বাজার মূল্য পর্যালোচনা করে প্রতিয়মান হয় যে, গরুর চাষী তার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না।

আবহমান কাল থেকে কৃষক সম্প্রদায় জমি চাষ,ধান মাড়াই ও দুধ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তায় গরু চাষ করত।সময়ের বিবর্তনে সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনেকেই গরু চাষ করছেন।কিন্তু তারা এখনো গরু লালন পালনের সাথে জড়িত শ্রমের পারিশ্রমিক উৎপাদন ব্যয়ের সাথে যোগ করেন না।ফলে গরু চাষ তাদের নিকট লাভজনক মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন খরচের চিত্র থেকে তার বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়।উৎপাদন খরচ,বিপণন খরচ ও বাজার মূল্যের প্রায় দুই বছরের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে বর্তমানে মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও গরু চাষীদের এখনো উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে গরু বিক্রি করতে হচ্ছে।

বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে গরুর মাংসের মূল্য হ্রাস করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তারপরও বিশাল জনগোষ্ঠির চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার মাংসের দাম হ্রাস করতে চাইলে উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং আমদানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য ব্যয় না হয় সে দিক লক্ষ্য রেখে সরকারের নির্ধারিত ৫০০/- টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে আপাতত (আপদকালীন সময়ের জন্য) সীমিত আকারে গরু আমদানী করা যেতে পারে যাতে গরু চাষী, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ হয়।

১৭/০৫/২০১৭
(ওমর ফারুক চৌধুরী)
প্রধান (গঃ ও ঊঃ)